গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

সভার কার্যবিবরণী

নথি নং- ০৮.০১.০০০০.০৬৮.২৪.০০৪.১৪/ ৩৬১

তারিখঃ ১০ কার্তিক, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ / ২৬ অক্টোবর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ সিগারেট খাত হতে যথাযথ রাজস্ব আহরণ নিশ্চিতকল্পে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতিঃ	জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, এনডিসি সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ ও চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।
সভার তারিখঃ	১০ অক্টোবর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ (সকাল ১২.৩০ ঘটিকা)
সভার স্থানঃ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নং-৫৩৪)।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, এনডিসি এর সভাপতিত্বে গত ১০ অক্টোবর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্মেলন কক্ষে সিগারেট খাত হতে যথাযথ রাজস্ব আহরণ নিশ্চিতকরণের বিষয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা **সংলাগ-ক** তে উপস্থাপন করা হলো।

০২। সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন এবং সভায় উপস্থিত সকলের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পর্ব শেষে, সভাপতি মহোদয় ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে সিগারেট খাত হতে আহরিত রাজস্বের বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে এর কারণ জানতে চেয়ে বাংলাদেশ সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশনের সদস্য বৃন্দের বক্তব্য তুলে ধরার জন্য অনুরোধ জানান। প্রথমে, রংপুর কমিশনারেটের আওতাভুক্ত সিগারেট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ জানান যে, বর্তমানে তাদের সিগারেট উৎপাদনকারী কারখানাগুলো বন্ধ রয়েছে। ফলে তারা রাজস্ব প্রদান করতে পারছেন না সিগারেটের মূল্য বেশী নির্ধারণ করা হয়েছে উল্লেখ করে তারা জানান যে, তারা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছেন না। তাদের ব্যবসা টিকিয়ে রাখার স্বার্থে নিম্নস্তরের সিগারেটের মূল্য কমানের জন্য অনুরোধ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় অন্যান্য ক্ষুদ্র সিগারেট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান অনুরুপ মতামত প্রদান করেন। এ প্রসংগে, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, রংপুর এর কমিশনার জানান যে তাঁর কমিশনারেট অধীন ৫টি সিগারেট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকায় এ খাতে কোন রাজস্ব আহরিত হচ্ছে না।

০৩। এ পর্যায়ে, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, কুমিল্লার কমিশনার জানান যে, আবুল খায়ের টোব্যাকো কোম্পানি হতে এ অর্থবছরের রাজস্ব আহরণ সন্তোষজনক নয়। সভাপতি মহোদয় এ বিষয়ে আবুল খায়ের টোব্যাকো কোম্পানির প্রতিনিধি জনাব মো: আবু সাঈদ চৌধুরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি জানান যে, সিগারেটের বর্তমান মূল্য কাঠামোর জন্য তারা বর্তমানে বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারছেন না ও ক্রমান্বয়ে বাজার হারাচ্ছেন। সে কারণে, দেশীয় প্রতিষ্ঠানের শুধুমাত্র নিম্নমানের সিগারেট বাজারজাতকরণের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদানের জন্য সভাপতি মহোদয়কে অনুরোধ করেন। সভাপতি মহোদয় এ প্রসংগে জানান যে, বাংলাদেশ সরকারের সহিত বিভিন্ন দেশের বিনিয়োগ সংক্রান্ত চুক্তি থাকায়, বৈদেশিক বিনিয়োগ নিরুৎসাহিত হয় এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা সমীচীন হবে না। তাছাড়া, তিনি আরো জানান যে সিগারেটসহ তামাকজাত পণ্যের মূল্য ও শুল্ক করাদি সরকারের প্রত্যক্ষ নির্দেশনার

আলোকেই জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নির্ধারণ করে থাকে। এক্ষেত্রে, তামাকজাত পণ্য হতে উচ্চ হারে রাজস্ব আহরণের পাশাপাশি তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার কমিয়ে আনার বিষয়টি বিবেচনা করেই শুল্ক কর ও মূল্য নির্ধারণ করা হয়ে থাকে।

০৪। সভার এ পর্যায়ে, সভাপতি মহোদয় জাপান টোব্যাকো ইন্টারন্যাশনাল এর প্রতিনিধিকে তার বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান। তদ্‌প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব ম্যাক্স লুবাচেব সিগারেট খাত হতে রাজস্ব আহরণ কমে যাওয়ার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি জানান যে, গত অর্থবছরের বাজারে Up trading হয়ে নিম্নস্তর হতে মধ্যম স্তরের হিস্যা বেশী থাকার কারণে রাজস্ব আহরণে গতি ছিল। কিন্তু এ অর্থবছরে সিগারেটের মূল্য কাঠামোর কারণে বাজারে down trading হয়ে নিম্নস্তরের হিস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সরকার এ কারণে আশানুরুপ রাজস্ব পাচ্ছে না। এ ধারা অব্যাহত থাকলে বৎসর শেষে সিগারেট খাত হতে প্রাক্কলিত রাজস্ব আদায় হবে না মর্মে তিনি জনান। এ থেকে উত্তোরণের জন্য তিনি নিম্নস্তরের সিগারেটের মূল্য বৃদ্ধি ও মধ্যম স্তরের সিগারেটের মূল্যের বিদ্যমান পার্থক্য কমিয়ে এনে মূল্য কাঠামো পুন:নির্ধারণের জন্য সভাপতি মহোদয়কে অনুরোধ করেন।

০৫। সভার এ পর্যায়ে বৃহৎ করদাতা ইউনিট (ভ্যাট) এর কমিশনার জানান যে, আগস্ট, ২০১৯ পর্যন্ত সিগারেট খাত হতে গত অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ৮৫০ কোটি টাকা বা ৩২% কম রাজস্ব আহরিত হয়েছে যা আশংকাজনক। তিনিও নিম্নস্তর ও মধ্যম স্তরের সিগারেটের মূল্যের পার্থক্য কমিয়ে এনে মূল্যকাঠামো পুনঃনির্ধারণের জন্য অনুরোধ করেন।

০৬। এ পর্যায়ে সভাপতি মহোদয় ব্রিটিশ অ্যামেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি) এর প্রতিনিধিকে তার বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। তৎপ্রেক্ষিতে, বিএটিবি'র চেয়ারম্যান জনাব গোলাম মাঈনুদ্দীন জানান যে, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় হতে "জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি, ২০১৯' এর খসড়া চূড়ান্ত করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু উক্ত নীতিমালার বিষয়ে সিগারেট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কোনো বক্তব্য বা মতামত গ্রহণ করা হয় না। এ প্রসঙ্গে তিনি জানান যে, খসড়া নীতিমালায় সচিত্র সতর্কবাণী মুদ্রণের ক্ষেত্রে প্যাকেটের পঞ্চাশ ভাগের স্থলে নব্বই ভাগে মুদ্রণ করার সুপারিশ করা হয়েছে। তামাকজাত পণ্যে ব্যান্ডরোল ব্যবহারের (বিশেষ করে বিড়ি ও সিগারেটে) বিধান আছে। প্যাকেটের নব্বই শতাংশ সতর্কবাণী থাকলে ব্যান্ডরোল বা স্ট্যাম্প লাগানোর ক্ষেত্রে জটিলতা তৈরি হতে পারে। বিষয়টি নিয়ে সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারিং এসোসিয়েশনের সাথে আলোচনা করা দরকার। এতে প্রয়োগিক ও ব্যবহারিক জটিলতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে। ফলে নানাবিধ বাস্তবায়নগত জটিলতা এড়ানো যাবে। তিনি জানান যে, স্টেকহোল্ডারদের মতামত গ্রহণ ব্যতীত কোন নীতিমালা চূড়ান্ত করা হলে তা বাস্তবায়নে সফলতা আসবে না। এতদপ্রেক্ষিতে তিনি এ বিষয়ে এককভাবে সর্বোচ্চ রাজস্ব প্রদানকারী খাত হিসেবে সিগারেট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মতামত গ্রহণপূর্বক উক্ত নীতমালাটি চূড়ান্ত করার বিষয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানোর জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সহযোগিতা কামনা করেন। সভাপতি মহোদয় এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

০৭। সভার এ পর্যায়ে কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, চট্টগ্রাম ও ঢাকা পশ্চিমের কমিশনারগণ জানান যে, সিগারেট খাত হতে যথাযথ রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে সিগারেট উৎপাদন প্রক্রিয়ার পূর্ণাঙ্গ সরবরাহ চেইন নিবিড় তত্বাবধান করতে হবে। এ প্রসঙ্গে অপ্রক্রিয়াজাত তামাকের উপর মূসক অব্যাহতি প্রত্যাহারপূর্বক মূসক আরোপের সুপারিশ করেন। একই সাথে তারা উল্লেখ করেন যে, নকল ব্যান্ডরোল ও ব্যান্ডরোল বিহীন সিগারেট আটকের বিষয়ে প্রতিনিয়ত মাঠ পর্যায়ে অভিযান চালানো হচ্ছে। সভাপতি মহোদয় এ প্রসঙ্গে উপস্থিত সকলকে সঠিক ব্যান্ডরোল উত্তোলনপূর্বক ব্যবহারের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। অন্যথায় এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে মর্মে জানান।

০৮। এ পর্যায়ে সদস্য (মূসক বাস্তবায়ন ও আইটি) মহোদয় সিগারেট খাত হতে যথাযথ রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে সিগারেটের অন্যতম মূল উপকরণ হিসাবে সিগারেট পেপারের আমদানি ও ক্রয় তথ্য প্রতি মাসে নিয়মিত মনিটরিং করার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি আরো জানান, সিগারেট পেপারের বাণিজ্যিক আমদানিকারক অনেক প্রতিষ্ঠানই অস্তিত্বহীন বিধায় এ বিষয়টি নিবিড় তত্ত্বাবধান প্রয়োজন। তিনি সিগারেট খাত হতে রাজস্ব আহরণের কৌশল হিসাবে সিগারেট উৎপাদনকারী বৃহৎ প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে আলোচনা করার জন্য বলেন।

০৯। এ পর্যায়ে সদস্য (মূসক নীতি) মহোদয় সরকার তামাক ও তামাকজাত পণ্য থেকে উচ্চহারে রাজস্ব আদায়ের পাশাপাশি এর ব্যবহার ও কমিয়ে আনতে চায়। সাম্প্রতিক সময়ে তামাকের করারোপের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি অত্যন্ত সচেতনতার সাথে মেনে চলা হয়। এক্ষেত্রে, সরকারের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতেই মূল্য ও কর নির্ধারণ করা হয়। এর ফলে সরকার তাঁর কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন করতে সমর্থ হচ্ছে। কেননা, তামাকের উৎপাদন ও বিপণন দুটোই কমেছে অন্যদিকে রাজস্ব আহরণ বিগত বছরসমূহে বৃদ্ধি পেয়েছে।

১০। সভার শেষাংশে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান এ খাত হতে সরকারের রাজস্ব সুরক্ষার লক্ষ্যে যে ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন তা দ্রুততম সময়ের মধ্যে নেওয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া, প্রয়োজনে এ সকল বিষয়ে মাঠ পর্যায়ের সকল কমিশনার ও তামাকাজাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মতামত গ্রহণেরও অনুরোধ করেন। এতে বাস্তবায়নগত জটিলতা এড়ানো যেমন সম্ভব হবে, তেমনি রাজস্ব আদায়ও সুনিশ্চিত করা যাবে মর্মে উল্লেখ করেন। চেয়ারম্যান মহোদয়ের উক্তরূপ নির্দেশনার বিষয়ে উপস্থিত সকলে একমত পোষণ করেন।

১১। সার্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এবং সকল পক্ষের আলোচনার প্রেক্ষিতে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) নকল ব্যান্ডরোল ছাপানো ও ব্যবহার বন্ধে সকল কমিশনারেটসমূহ মনিটরিং ও অভিযান বৃদ্ধি করবে;

(খ) সিগারেট প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তাগণ যেন একাধারে দীর্ঘসময় একই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত না থাকেন সে বিষয়টির পাশাপাশি ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টা তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করতে হবে;

(গ) অপ্রক্রিয়াজাত তামাকের মূসক অব্যাহতি প্রত্যাহার এবং আরো বেশি তামাকের হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতির স্বচ্ছতা কিভাবে নিশ্চিত করা যায় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে; এবং

(ঘ) জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদনকারী সমিতিসমূহের মতামত গ্রহণ করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ড হতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হবে।

১২। সভায় অন্যকোন আলোচ্য সূচী না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/২৬/১০/২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

[মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, এনডিসি]
সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

নথি নং- ০৮.০১.০০০০.০৬৮.২৪.০০৪.১৪/ ৩৬২(২২)

তারিখঃ ১০ কার্তিক, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
২৬ অক্টোবর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

০১-০৩। সদস্য (মূসক নীতি)/ (মূসক বাস্তবায়ন ও আইটি)/ (মূসক নিরীক্ষা ও গোয়েন্দা), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
০৪-১১। কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা (উত্তর)/ ঢাকা(পশ্চিম)/ চট্টগ্রাম/ কুমিল্লা/ যশোর/ রাজশাহী/ রংপুর/ বৃহৎ করদাতা ইউনিট (মূসক), ঢাকা।
১২। মহাপরিচালক, মূসক নিরীক্ষা, গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, ঢাকা।
১৩। সিস্টেমস ম্যানেজার, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা (সভার কার্যবিবরণীটি ওয়েব সাইটে আপলোডকরণের অনুরোধসহ)।
১৪। প্রথম সচিব (মূসক) (সকল), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
১৫। দ্বিতীয় সচিব (মূসক বাস্তবায়ন), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা।
১৬। পিএস টু চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১৭। সভাপতি, বাংলাদেশ সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারিং এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিসিএমইএ), ঢাকা।
১৮। চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো (বাংলাদেশ) কোং লিঃ, নিউ ডিওএইচএস রোড, মহাখালী, ঢাকা।
১৯। চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেসার্স ইউনাইটেড ঢাকা টোব্যাকো ইন্ডাস্ট্রিজ, ঢাকা।
২০। চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেসার্স আবুল খায়ের টোব্যাকো ইন্ডাস্ট্রিজ, কুমিল্লা।
২১। চেয়ারম্যান/ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেসার্স নাসির টোব্যাকো ইন্ডাস্ট্রিজ, কুষ্টিয়া।
২২। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ বিড়ি শিল্প মালিক সমিতি, ঢাকা।

২৬.১০.১৯

হাছান মুহম্মদ তারেক রিকাবদার
প্রথম সচিব (মূসক নীতি)